গত ০৩-০৪-২০১৯খ্রিঃ বুধবার ১১:০০ ঘটিকায় ডিএমপি সদর দপ্তর সম্মেলন কক্ষে (৩য় তলা) অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরীর রমনা/লালবাগ/ওয়ারী/মতিঝিল/মিরপুর/তেজগাঁও/গুলশান/উত্তরা বিভাগের মার্চ, ২০১৯খ্রিঃ মাসে রুজুকৃত খুন, ডাকাতি, দস্যুতা, অপহরণ ও গণধর্ষণ মামলাসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্তে মনিটরিং সেলের সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি ঃ অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্)
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।

তারিখ ঃ ০৩-০৪-২০১৯খ্রিঃ ।

সময় ঃ ১১:০০ ঘটিকা।

স্থান ঃ ডিএমপি সদর দপ্তর সম্মেলন কক্ষ (৩য় তলা)।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১.	জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন বিপিএম, পিপিএম অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) অতিরিক্ত দায়িত্বে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্) ।
২.	জনাব শেখ নাজমুল আলম বিপিএম (বার), পিপিএম(বার), যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) ।
৩.	জনাব মুনতাসিরুল ইসলাম, উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) ।
৪.	জনাব মশিউর রহমান বিপিএম পিপিএম, উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা-উত্তর) ।
৫.	জনাব রুবাইয়াত জামান, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) ।
৬.	জনাব ফজলুর রহমান, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) ।
৭.	জনাব ইশতিয়াক হাসান আমীন, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম-২) ।
৮.	জনাব শামসুল আরেফীন, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (রমনা জোনাল টিম, গোয়েন্দা-দক্ষিণ) ।
৯.	জনাব মোঃ শাহিদুর রহমান পিপিএম, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (খিলগাঁও জোনাল টিম, গোয়েন্দা-পূর্ব) ।
১০.	জনাব এফ.এম. ফয়সাল, সহকারী পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণখান জোন) ।
১১.	জনাব মোঃ খায়রুল আমিন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (মিরপুর জোন) ।
১২.	জনাব সালাহ উদ্দিন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (লালবাগ জোন) ।
১৩.	জনাব মোঃ তানভীর হোসেন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (রমনা জোন) ।
১৪.	জনাব মোঃ শিবলী নোমান, সহকারী পুলিশ কমিশনার (মোহাম্মদপুর জোন) ।
১৫.	জনাব মিশু বিশ্বাস পিপিএম-সেবা, সহকারী পুলিশ কমিশনার (মতিঝিল জোন) ।
১৬.	জনাব জাহিদুল ইসলাম সোহাগ, সহকারী পুলিশ কমিশনার (খিলগাঁও জোন) ।
১৭.	জনাব শচীন মৌলিক, সহকারী পুলিশ কমিশনার (উত্তরা জোন) ।
১৮.	জনাব এস.এম. শামীম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (পল্লবী জোন) ।
১৯.	জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, সহকারী পুলিশ কমিশনার (শ্যামপুর জোন) ।
২০.	জনাব মোঃ সাইফুল আলম মুজাহিদ, সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী জোন) ।
২১.	জনাব মোঃ রাশেদ হাসান, সহকারী পুলিশ কমিশনার (সবুজবাগ জোন) ।
২২.	জনাব জাকিয়া নুসরাত, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ক্যান্টনমেন্ট জোন) ।

এছাড়াও সভায় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আলোচিতব্য প্রতিটি মামলার তদন্তকারী অফিসারকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১। শাহবাগ থানার মামলা নং ১৬, তারিখঃ ১৫/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার ভিকটিম আরিফ হোসেন জুতার কারখানায় চাকুরি করতো। হাইকোর্টের সামনে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ফেরার পথে রাস্তায় অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জন আসামী ভিকটিমকে লেবুর খোসা ছুড়ে মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভিকটিম ও আসামীর মধ্যে বিতর্কের জের ধরে আসামী মাইকেল কর্তৃক ছুরিকাঘাত করে ভিকটিমকে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তন্মধ্যে ০৩ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২। চকবাজার মডেল থানার মামলা নং ১৬, তারিখঃ ১০/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলাটি পিবিআই কর্তৃক তদন্তাধীন হওয়ায় এ সংক্রান্তে সভায় কোন আলোচনা করা হয়নি।

৩। কামরাঙ্গীরচর থানার মামলা নং ৩৬, তারিখঃ ২৫/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার এজাহারনামীয় আসামী ও ভিকটিম বন্ধু ছিল। তারা গাজা খাওয়াকে কেন্দ্র করে একে অপরের সাথে বিতর্কের জের ধরে আসামী রনি ভিকটিম কাউসারকে ছুরি দিয়ে আঘাতকরতঃ হত্যা করে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৪। খিলগাঁও থানার মামলা নং ৩০, তারিখঃ ১১/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার এজাহারনামীয় আসামী পারভেজ ওরফে ডাবলুসহ ০৪ জন ও অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জন আসামীরা ভিকটিম আব্দুর ওহাব (পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানের সংবাদদাতা) কে বাঁশ ও ইট দিয়ে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে এবং পরবর্তীতে ভিকটিম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৫। খিলগাঁও থানার মামলা নং ৩৯, তারিখঃ ১৩/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার ভিকটিম রুবেল এজাহারনামীয় আসামী আলামিন এর বাসায় চুরি করতে গেলে আসামী ও ভিকটিমের মধ্যে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে আসামী আলামিন ভিকটিম রুবেলের মাথায় সজোরে আঘাত করলে ভিকটিম আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে হত্যাকান্ডের মূল রহস্য দ্রুত উদঘাটনপূর্বক মামলাটি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৬। কদমতলী থানার মামলা নং ৩৮,তারিখঃ ১৫/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার এজাহারনামীয় আসামী মাসুম হাওলাদার তার স্ত্রীকে শ্বাসরোধকরতঃ হত্যা করে লাশ খাটের নিচে রেখে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হত্যাকান্ডের ঘটনায় জড়িত আসামীকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৭। মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং ৭০, তারিখঃ ১৭/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ১৮৬/২২৫/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি থানা পুলিশের সাথে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৮। বাড্ডা থানার মামলা নং ৩২, তারিখঃ ১৯/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে গোয়েন্দা উত্তর বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে গুলি করে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে কাঃবিঃ ১৬৪ ধারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। ০৫ জন সাক্ষির জবানবন্দি কাঃবিঃ ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৯। বাড্ডা থানার মামলা নং ৪০, তারিখঃ ২৮/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ১৮৬/৩৩২/৩৫৩/ ৩০৭/৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা-উত্তর) জানান যে, অত্র মামলাটি গোয়েন্দা উত্তর বিভাগের পুলিশ সদস্যদের সাথে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১০। তুরাগ থানার মামলা নং ৩২, তারিখঃ ২৬/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩০২/২০১ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি পরকীয়ার জের ধরে এজাহারনামীয় আসামী মোঃ ফরিদ কর্তৃক তার স্ত্রী ভিকটিম মোসাঃ রানু বেগমকে শ্বাসরোধ করে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১১। উত্তরখান থানার মামলা নং ১৬, তারিখঃ ২৪/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাট রিপন ও ছোটন নামক দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে খেলা নিয়ে বিতর্কের জের ধরে ভিকটিম মোঃ কামরুল হাসান হৃদয়কে ছুরিকাঘাত করে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অত্র মামলায় ২৩ জন আসামীর সংশ্লিষ্টতা আছে বলে জানা যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত অন্যান্য আসামীদেরকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১২। দক্ষিণখান থানার মামলা নং ৪৩, তারিখঃ ২৪/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার এজাহারনামীয় আবু বক্কর সিদ্দিক লিটন এর স্ত্রী সেলিনা আক্তারের সাথে ভিকটিম সোহেল এর প্রেমঘটিত বিষয়ের জের ধরে আসামী আবু বক্কর সিদ্দিক লিটন কর্তৃক ভিকটিম সোহেলকে ছুরিকাঘাত করে হত্যার ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হত্যাকান্ডের মূল রহস্য উদঘাটনপূর্বক জড়িত মূল আসামীকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৩। উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং ৩১, তারিখঃ ২২/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ১৭০/৩৯৫/৩৯৭ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জন আসামীরা নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ভিকটিম আশিষ চন্দ্র দাস এর নিকটে থাকা কোম্পানির নগদ ৪০ লক্ষ টাকা ও ০১টি মোবাইল যার আনুমানিক মূল্য ৬০,০০০/- টাকা জোরপূর্বক ডাকাতি করার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং নগদ ০২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলা তদন্তের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(২) ডাকাতি হওয়া টাকা ও মোবাইল দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৪। রমনা মডেল থানার মামলা নং ২৮, তারিখঃ ১৫/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৯৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে গোয়েন্দা-দক্ষিণ বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা ০৫ জন আসামী কর্তৃক ভিকটিম মোঃ ইউসুফ সরদার বাবু ও তার চাচাতো ভাই আমিনুল ইসলাম মনিদ্বয়ের আরোহিত রিক্সার গতিরোধকরতঃ চাকু দিয়ে ভয় দেখিয়ে নগদ ১,১০,০০০/- টাকা ও মোবাইল সহ মোট ১,৪৬,০০০/- টাকার মালামাল জোরপূর্বক ছিনতাই করার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৪ আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লুণ্ঠিত মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে এবং ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত চাকু জব্দ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) অত্র মামলাটি ধারা সংশোধনপূর্বক দস্যুতা মামলা হতে ডাকাতি মামলায় রুপান্তরের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৫। শাহজাহানপুর থানার মামলা নং ০৪, তারিখঃ ০৫/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৯২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি এজাহারনামীয় আসামী ইউসুফ আলী ও অজ্ঞাতনামা ০১ জন আসামী কর্তৃক ভিকটিম মনির উদ্দিন এর আরোহিত রিক্সার গতিরোধকরতঃ চাপাতি দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে নগদ ২২,০০০/- টাকা ও ০১টি মোবাইল যার মোট মূল্য ১,০২,০০০/- টাকার মালামাল ছিনতাইয়ের ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। লুণ্ঠিত টাকা ও মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৬। পল্টন মডেল থানার মামলা নং ৩৬, তারিখঃ ২৪/০৩/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯৪ পিসি

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী জাহিদুল ইসলাম সোহাগ সহ অজ্ঞাতনামা ০১ জন আসামী কর্তৃক ভিকটিম সুজাউদ্দিন তালুকদার এর পথরোধকরতঃ তার নিকটে থাকা ০২ লক্ষ টাকার একটি চেকসহ বিভিন্ন কাগজপত্র জোরপূর্বক ছিনতাই করার প্রাক্কালে অপর ছিনতাইকারী কর্তৃক ভিকটিম ও অপর ছিনতাইকারী গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০২ জন আসামীকে গোয়েন্দা পুলিশ সদস্য কর্তৃক গ্রেফতার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৭। যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং ১৯, তারিখঃ ০৪/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৯৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান যে, অত্র মামলার ভিকটিম মোঃ রবিউল আউয়ার@মানিক চৌধুরী দোকান হতে বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে লেগুনায় উঠলে অজ্ঞাতনামা আসামীরা ভিকটিমের দু'পাশে বসে তার সাইড পকেট কেটে নগদ ৯৫,০০০/- টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৩ আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লুণ্ঠিত ৫০,০০০/- টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন ।

১৮। আদাবর থানার মামলা নং ০৩, তারিখঃ ০১/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৯৪ পিসি

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামী কর্তৃক ভিকটিম মোঃ রানা হোসেন ও তার বন্ধু মোঃ রাসেলদ্বয়ের পথরোধকরতঃ গলায় চাপাতি ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি প্রদান করে ০২ টি মোবাইল ও নগদ ১,২০০/- টাকা জোরপূর্বক ছিনতাইয়ের ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন ।

১৯। খিলক্ষেত থানার মামলা নং ১০, তারিখঃ ০৮/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৯৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামী কর্তৃক ভিকটিম (ফ্যান্সী ফ্যাশন এন্ড এক্সেসরীজ) প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মোঃ সোহেলকে জোরপূর্বক একটি প্রাইভেটকারে উঠিয়ে তার নিকটে থাকা প্রতিষ্ঠানের ১,৫০,০০০/- টাকা ও ০১ টি মোবাইল জোরপূর্বক ছিনতাইয়ের ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত মূল আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) লুণ্ঠিত টাকা ও মোবাইল দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন ।

২০। রূপনগর থানার মামলা নং ১৪, তারিখঃ ১৭/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৯২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ভিকটিম অভিনয় শিল্পী রোজী সিদ্দিকী তার ব্যক্তিগত প্রাইভেটকারযোগে বাসায় ফেরার পথে যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে রাস্তার পাশে গাড়ী থামালে এজাহারনামীয় আসামী সুমনসহ অজ্ঞাত আরো ০৩ জন আসামী ভিকটিমকে রামদা দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে নগদ ১,৭৮৫/- টাকা, মোবাইল ও স্বর্ণালংকার সহ মোট ২,৯৭,৭৮৫/- টাকার মালামাল জোরপূর্বক ছিনতাইয়ের ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীদের সনাক্ত করা হয়েছে। তারা অন্য মামলায় জামিনে আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত আসামীদের অত্র মামলায় দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি তদন্তের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তা নেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।
(২) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন ।

২১। রমনা মডেল থানার মামলা নং ৪০, তারিখঃ ২২/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ১৭০/৩৬৫/৩৬৮/৩৮৫/৩৮৬/৩২৫/ ৫০৬/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র **মামলাটি "হাসান ফ্যাশন"** এর মালিক মেহেদী হাসান প্রতারণাপূর্বক বিভিন্ন মানুষকে বিদেশে পাঠানোর কথা বলে টাকা গ্রহন করতো। পরবর্তীতে উক্ত বিদেশগামী ব্যক্তিরা বিদেশে যেতে না পেরে এজাহারনামীয় আসামী সুমন পাটোয়ারী সহ অজ্ঞাতনামা ২/৩ জন উক্ত কোম্পানির কর্মচারী ভিকটিম মাহাবুলকে জোরপূর্বক মাইক্রোবাসে তুলে অপহরণকরতঃ তার নিকটে থাকা কোম্পানির নগদ ৪,৫০,০০০/- টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় এবং আরো ১,৩৪,৫০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবি করে। পরবর্তীতে ভিকটিমের চাচতো ভাই, কোম্পানির মালিক ও চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর থানার পুলিশ সদস্য কর্তৃক মতলব উত্তর থানাধীন লুধূয়া নামক গ্রাম হতে ভিকটিমকে উদ্ধারপূর্বক ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন ।

২২। কোতয়ালী থানার মামলা নং ৩৯, তারিখঃ ৩১/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৬৫/৩৮৫/৩২৩/ ১০৯/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামীরা ভিকটিম মোঃ নাজমুল ইসলামকে অজ্ঞান করে অপহরণপূর্বক বাবুবাজার ব্রিজের নিচে লঞ্চের উপর আটককরতঃ তার মুক্তিপণ বাবদ ০৫ লক্ষ টাকা দাবি করা এবং ভিকটিমের নিকট হতে বিকাশের মাধ্যমে ৬২,০০০/- গ্রহণ করে ভিকটিমকে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং অপর আসামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। নগদ ৫,০০০/- টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলা তদন্তের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৩। খিলগাঁও থানার মামলা নং ০১, তারিখঃ ০১/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৬৫/৩২৩/৩৮৬/৫০৬/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি জুয়া খেলায় হারের কারণে ভিকটিম সাজানো এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। মামলা তদন্তকালে এজাহারে বর্ণিত ঘটনার সাথে কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) অত্র মামলাটি তদন্তে মিথ্যা প্রমানিত হলে ধারা সংশোধনপূর্বক বাদী বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ২১১ ধারা সংযোজন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৪। রামপুরা থানার মামলা নং ৩২, তারিখঃ ২২/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩২৮/৩৬৫/৩৪২/১৭০/৩২৩/৩৮৫/৩৮৬/ ৫০৬/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে গোয়েন্দা পূর্ব বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জানান যে, অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জন আসামীরা ভিকটিম মোঃ আব্দুল হালিম এর পথরোধ করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে নাকে-মুখে চেতনানাশক পদার্থ লাগিয়ে অপহরণপূর্বক অজ্ঞাত বাড়ির কক্ষে আটককরতঃ নগ্ন করে ছবি তুলে এবং ইয়াবা দিয়ে মামলা করার ভয় দেখিয়ে ০৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা এবং পরবর্তীতে ভিকটিমের নিকট থেকে বিকাশের ও ক্রেডিড কার্ডের মাধ্যমে মোট ১,১০,০০০/- টাকা উত্তোলন করে ভিকটিমকে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার জড়িত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৫। শ্যামপুর থানার মামলা নং ২১, তারিখঃ ১৮/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৬৫/৩৮৫/৩৮৬/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় ধৃত আসামী মোঃ মেহেদী হাসান হৃদয় সহ ০৯ জন ও অজ্ঞাতনামা ২/৩ জন আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে ভিকটিম মোঃ সাবিবর ও তার বন্ধু মোঃ ফারুক বেপারীদ্বয়কে প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণকরতঃ ০৪ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবির ঘটনা। পরবর্তীতে র‍্যাব-১০ এর সদস্য কর্তৃক ভিকটিমকে উদ্ধারপূর্বক ০৯ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয় এবং নগদ ৭৩,০০০/- টাকা ও ০৭টি মোবাইল জব্দ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৬। মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং ৭৮, তারিখঃ ১৮/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৬৫/৩৪২/৩৮৫/৩৮৬ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক ভিকটিম শাকিল ও তার বন্ধু রবিকে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে অপহরণকরতঃ নগদ ২০,০০০/- টাকা, ০১ লক্ষ টাকার স্বাক্ষরিত চেক, ০১টি মোবাইল ও ০১টি স্বর্ণের চেইন জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ভিকটিমকে রাত্রি ০৯:৪৫ ঘটিকায় শংকর বাসষ্ট্যান্ডে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা। পরবর্তীতে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ আসামীদের গ্রেফতারপূর্বক লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৭। মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং ১৩৩, তারিখঃ ২৬/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৬৫/৩৮৫/৩৮৬/ ৩৮৭/৫০৬/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় ধৃত আসামী মাসুদা ইয়াসমিন অথৈ সহ আরো ০৫ জন আসামী কর্তৃক ভিকটিম মোঃ রুহুল আমিন গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে বলে ডেকে নিয়ে মোহাম্মদপুর থানাধীন বাসা নং ৩/৪ এর ২য় তলার পূর্ব পাশের রুমে আটককরতঃ ভিকটিমকে নগ্ন করে মহিলার সাথে ছবি তুলে ফেইসবুকে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবির ঘটনা। পরবর্তীতে র‍্যাব-২ এর সদস্যরা উল্লিখিত স্থান হতে ভিকটিমকে উদ্ধারপূর্বক আসামীদের গ্রেফতার করে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৮। মিরপুর মডেল থানার মামলা নং ৬৭, তারিখঃ ২২/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ১৭০/৩৪২/৩৬৫/৩৮৫/৩৮৬/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা ০৪ জন আসামী নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ভিকটিম মোঃ আলী হোসেন এর আরোহিত রিক্সার গতিরোধকরতঃ জোরপূর্বক প্রাইভেটকারে উঠিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে ০৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবির ঘটনা। তবে তদন্তে জানা যায় যে, ভিকটিম ঠিকাদারের ব্যবসা করতো। পাওনা টাকা ঠিকমতো পরিশোধ করতে না পারায় ভিকটিম মিথ্যা ও ঘটনা সাজিয়ে মামলা দায়ের করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটনপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মামলাটি তদন্তের ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তা নেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি তদন্তে ঘটনা মিথ্যা প্রমানিত হলে বাদীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ২১১ ধারা সংযোজন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৪) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৯। পল্লবী থানার মামলা নং ০৭, তারিখঃ ০৩/০৩/১৯খ্রিঃ ধারাঃ ৩৭৯ তৎসহ নাঃ ও শিঃ নিঃ দঃ আইন ২০০০ সংশোধনী ২০০৩ এর ৯(৩)

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় ধৃত আসামী ওমর ফারুক@আব্দুল্লাহসহ ০২ জন আসামী ভিকটিম মোসাঃ আদরী পারভীন@সুমিকে গার্মেন্টেসে চাকুরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পল্লবী থানাধীন সেকশন ১২, ব্লক-বি, রোড নং ০২, বাসা নং ১৬ এর ৬ষ্ঠ তলা বাসার ছাদে দরজার সামনে সিড়ির গোড়ায় ভিকটিমকে ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক গণধর্ষণকরতঃ ভিকটিমের ০১ টি মোবাইল ও নগদ ১,০০০/- টাকা চুরির ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০১ জন আসামীকে স্থানীয় জনতা কর্তৃক ধৃত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার জড়িত অপর আসামীকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে মামলা তদন্তের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া মামলা তদন্তে আরো ভালভাবে মনোনিবেশ করার সময় সর্বদা পুলিশী সেবার মনোভাব রাখার পরামর্শ দেন। প্রত্যেক থানা এলাকায় চিহ্নিত ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের সনাক্ত করা ও গ্রেফতার করার লক্ষ্যে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা এবং ভোররাতে অপরাধ প্রবনতারোধে রাত্রিকালীন টহল পুলিশ সদস্যদেরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে পুলিশী কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। নতুন করে কোন ধরণের অপরাধ যাতে বাড়তে না পারে সেজন শক্ত হাতে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে কোনরূপ কঠিন পরিস্থিতি অত্যন্ত ধৈর্য্য, সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের সহিত মোকাবেলা করার আহবান জানান। যে সকল মামলাগুলির রহস্য এখন পর্যন্ত উদঘাটিত হয়নি সে সকল মামলাগুলির রহস্য অতি শীঘ্রই উদঘাটন করার লক্ষ্যে সকলকে আন্তরিকতার সহিত কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। রমনা/লালবাগ/ওয়ারী/মতিঝিল/তেজগাঁও/মিরপুর/গুলশান/উত্তরা বিভাগে গত মার্চ, ২০১৯খ্রিঃ মাসে রুজুকৃত খুন, ডাকাতি, দস্যুতা, অপহরণ ও গণধর্ষণ মোট ২৯ টি মামলা সম্পর্কে আলোচনা হয়। তন্মধ্যে ০৪ টি মামলা ডিএমপি মনিটরিং সেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্)
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
ও
সভাপতি
মামলা তদন্ত মনিটরিং কমিটি

স্মারক নং ডিএমপি (সঃদঃ)/অপরাধ/মঃ সেল/৩৯-২০১৯/অংশ-৪/ তারিখঃ -০৪-২০১৯খ্রিঃ।

অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। উপ-পুলিশ কমিশনার (রমনা/লালবাগ/মতিঝিল/ওয়ারী/গুলশান/মিরপুর/তেজগাঁও/উত্তরা/গোয়েন্দা-উত্তর/পশ্চিম/পূর্ব/দক্ষিণ/সিরিয়াস ক্রাইম/অপরাধতথ্য ও প্রসিকিউশন/উইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন) বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা। } অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।
২। সহকারী পুলিশ কমিশনার (রমনা/লালবাগ/কোতয়ালী/চকবাজার/মতিঝিল/খিলগাঁও/সবুজবাগ/ডেমরা/শ্যামপুর/মোহাম্মদপুর/মিরপুর/পল্লবী/বাড্ডা/ক্যান্টনমেন্ট/উত্তরা/দক্ষিণখান জোন) ডিএমপি, ঢাকা।
৩। পি এ টু পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।
৪। পি এ টু অতিঃ পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্), ডিএমপি, ঢাকা। } অবগতির জন্য।
৫। পি এ টু যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম/ডিবি), ডিএমপি, ঢাকা।
৭। অফিস নথি।

(**শেখ নাজমুল আলম,** বিপিএম-বার,পিপিএম-বার)
বিপি-৬৫৯৮০০৯৩২২
যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম)
কমিশনারের পক্ষে,
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৩৫৬৪৭২, ফ্যাক্সঃ ৮৩১৮২১০
ই-মেইল ঃ jccrime@dmp.gov.bd